খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত ১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আলী (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ চলছিল। ওহুদের যুদ্ধে হযরত মুসআব (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (যুদ্ধের) পতাকা হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে তুলে দেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) এবং অন্য মুসলমানরা যুদ্ধ করেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, ওহুদের যুদ্ধে মুশরেকদের পতাকাবাহী তালহা বিন আবু তালহা হযরত আলী (রাঃ)কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। তখন তিনি (রাঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে এমন আঘাত করেন যে, সে ভূপাতিত হয়ে ছটফট করতে থাকে। হযরত আলী (রাঃ) একের পর এক কাফেরদের পতাকাবাহীকে ধরাশায়ী করেন। হযরত আলী (রাঃ) শেয়বা বিন মালিককে হত্যা করার পর জিবরাঈল (সাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! নিশ্চয়ই তিনি অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) সহমর্মিতার যোগ্য। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ! আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে আর (একথা শুনে) হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন, আমি আপনাদের দু 'জনের সাথেই আছি। হযরত আলী (রাঃ)বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধে লোকেরা যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কাছ থেকে সরে যায়, তখন শহীদদের লাশের মাঝে আমি তাঁকে খুঁজতে থাকি আর তাদের মাঝে আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে না পেয়ে বলি, খোদার কসম! রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পলায়নকারী ছিলেন না আর আমি তাকে শহীদদের মাঝেও পাই নি। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিয়েছেন। অতএব আমার জন্য এখন এতেই মঙ্গল যে, আমি যেন নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করি। এরপর আমি আমার তরবারির খাপ ভেঙে ফেলে কাফেরদের ওপর হামল করে দেই আর তারা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে আমি দেখতে পাই, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের মাঝেই রয়েছেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এটি সেই ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার ঘটনা যা শৈশবের অঙ্গীকারের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বীয় ঔজ্জ্বল্ল প্রদর্শন করেছে। হযরত সাহল (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ক্ষত পরিষ্কার করছিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) ঢাল দিয়ে পানি ঢালছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)এর বিরত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ.সাহেব লিখেছেন, আমর খুবই প্রসিদ্ধ একজন তরবারি চালক ছিল আর তার বীরত্বের কারণে একা তাকে এক হাজার সৈন্যের সমান মনে করা হত।

সে রণক্ষেত্রে এসেই অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমন্ত্রণ জানায় আর বলে এমন কেউ কি আছে যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। মহানবী (সাঃ)এর অনুমতি নিয়ে হযরত আলী তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন এবং মহানবী (সাঃ) হযরত আলীকে নিজের তরবারি দেন আর তার জন্য দোয়া করেন। হযরত আলী এগিয়ে এসে আমরকে বলেন, আমি শুনেছি তুমি অঙ্গীকার করে রেখেছ যে, কুরাইশের কোন ব্যক্তি যদি তোমার কাছে দুটি কথার আবেদন করে তাহলে তুমি একটি কথা অবশ্যই মেনে নিবে। আমর বলে, হ্যাঁ। হযরত আলী বলেন, তাহলে প্রথম কথা আমি তোমাকে এটি বলছি, তুমি মুসলমান হয়ে যাও আর মহানবী (সাঃ)কে গ্রহন করে ঐশী নেয়ামতরাজির উত্তরাধীকারী হও। আমর বলে, অসম্ভব। হযরত আলী বলেন, যদি এটি মানতে না পার তাহলে আস! আমার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এতে আমর হাসতে আরম্ভ করে এবং বলে, আমি চিন্তাই করতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি আমাকে একথা বলতে পারে। এরপর সে হযরত আলীকে সম্বোধন করে সে বলে, তুমি এখনো (অল্পবয়স্ক) বালক আমি তোমার রক্ত ঝরাতে চাই না, তোমাদের বড়দের মধ্য থেকে কাউকে পাঠাও। হযরত আলী (রাঃ) তার কথার উত্তরে বলেন, তুমি তো আমার রক্ত ঝরাতে চাওনা কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে আমার মোটেও কোন দ্বিধা নেই। এ কথা শুনে আমর উত্তেজনার বশে অন্ধের ন্যায় নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে যায় আর সে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পাগলের মত হযরত আলীর দিকে ছুটে যায় এবং হযরত আলীর ওপর এতো জোরে তরবারি চালায় যে, তা হযরত আলীর ঢাল ভেদ করে তাঁর কপালে এসে লাগে আর সে তাঁকে কিছুটা আঘাত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু পরক্ষণেই হযরত আলী (রাঃ) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করে তার ওপর এমন মোক্ষম আঘাত করেন যে, সে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করলেও হযরত আলী (রাঃ)এর তরবারি তার কাঁধ বিদীর্ণ করে নীচের দিকে নেমে যায়। আমর ভূপাতিত হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি চলাকালীন হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) সেই সন্ধির চুক্তিপত্র লিখেছিলেন, যাতে তিনি মহানবী (সাঃ)এর নাম লিখেছিলেন মুহাম্মদ রসূলূল্লাহ্ (সাঃ)। মুশরেকরা বলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ লিখবে না। যদি তিনি রসূল হতেন তাহলে তো আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতাম না। তিনি (সাঃ) মন্তব্য করেন যে তারা ঠিকই বলেছে চুক্তিপত্রে রসুলুল্লাহ্ শব্দটি কেটে দেওয়া উচিৎ এবং তিনি (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন, এটি কেটে দাও। যার মধ্যে আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান, কথাটা শুনে তারও হৃদয় কম্পিত হয়, চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে যায়। তিনি (রাঃ) বলেন এই বাক্যটি কাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর মহানবী (সাঃ) বলেন, আমাকে কাগজ দাও এবং তিনি (সাঃ) নিজ হাতে শব্দটি কেটে দেন।

খায়বারের যুদ্ধে, তাদের নেতা মারহাব নিজ তরবারি নাচিয়ে বের হয়। আর সে বলতে থাকে খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, অস্ত্রে সজ্জিত, বীর এবং অভিজ্ঞ। যখন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তখন আমার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সেসময় হযরত আলী (রাঃ)এর চোখ ওঠা রোগ হয়েছিল। তিনি (সাঃ) বলেন, আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার চোখে মুখের লালা লগিয়ে দেন এবং তা ভালো হয়ে যায়। তিনি (সাঃ) তার হাতে পতাকা তুলে দেন। এরপর মারহাব বের হয় এবং বলে, খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, সসস্ত্র, বীর ও অভিজ্ঞ (সেই সময়ে) যখন কিনা যুদ্ধাগ্নি দাউদাউ করে জ্বলে, তখন আমার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমার মা আমার নাম হায়দার রেখেছেন। ভয়ঙ্কর চেহারার সিংহের ন্যায়, যা জঙ্গলে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা বলার পর হযরত আলী (রাঃ) মারহাবের মাথায় আঘাত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)এর হাত ধরেই বিজয় আসে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর একটি ঘটনা খুবই ঈমানোদ্দীপক। খায়বারের যুদ্ধে একজন অনেক বড় ইহুদি জেনারেলের সাথে যুদ্ধ হয় অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) তাকে ধরাশায়ী করে তার বুকের ওপর চড়ে বসেন এবং তরবারি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলার ইচ্ছা করেন। তখন হঠাৎ সেই ইহুদি তার (রাঃ) মুখে থুতু দেয়। এতে হযরত আলী তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে যান। সেই ইহুদি অত্যন্ত অবাক হয়ে যায় যে, এটি তিনি কী করলেন? অতএব একসময় সে হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেন সরে গিয়েছিলেন? তিনি (রাঃ) বলেন, আমি তোমার সাথে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থু থু ফেলেছ, তখন আমার রাগ হয় আর আমার মনে হল, এখন যদি আমি তোমাকে হত্যা করি তাহলে আমার এই হত্যা করা হবে আমার ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নয়। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি যেন আমার ক্রোধ প্রশমিত হয় আর তোমাকে আমার হত্যা করা আমার ব্যক্তিস্বার্থে না হয়। দেখুন! কত মহান আদর্শ! একান্ত যুদ্ধের ময়দানে তিনি এক ঘোর শত্রুকে কেবল মাত্র এই কারনে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তার হত্যা করা নিজ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে না হয় বরং তা যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

হুনায়নের যুদ্ধ, যা অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল, সেটি সম্পর্কে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হুনায়নের যুদ্ধের সময় মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলীর হাতে ছিল। হুনায়নের যুদ্ধের দিন যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং কাফেরদের প্রবল আক্রমণের মুখে মহানবী (সাঃ)এর চারপাশে কেবল হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন, সেই গুটিকতক সাহাবীর মধ্যে হযরত আলীও ছিলেন।

৯ম হিজরী সনের রজব মাসে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রসূলে করীম (সাঃ) তাবুকের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় হযরত আলী (রাঃ)কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন? মহানবী (সাঃ) বলেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, আমার ক্ষেত্রে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনই যেমনটি মূসার ক্ষেত্রে হারূনের ছিল? তফাৎ কেবল এটুকু যে, আমার পরে কোন নবী নেই।

দশম হিজরীতে মহানবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রাঃ) ইয়েমেনবাসীদের মহানবী (সাঃ)এর পত্র পাঠ করে শোনালে একদিনে পুরো ‘হামদান’ শহর ইসলাম গ্রহণ করে। এরপরে ইয়ামনবাসীরাও ইসলাম কবুল করেন। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রাঃ)কে ইয়েমেনের কাযী মনোনীত করেন এবং তিনি (সাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার হৃদয়কে সঠিক পথে রাখবেন আর তোমার কথা দৃঢ় ও অদুদোল্যমান হবে। তোমার সম্মুখে দু’জন বিবাদমান ব্যক্তি বসলে তুমি যেভাবে প্রথমজনের বক্তব্য শুনবে ঠিক সেভাবে দ্বিতীয়জনের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত দেবে না। এরূপ করলে তুমি কী সিদ্ধান্ত প্রদান করবে তা; পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এরপর মীমাংসা করার ক্ষেত্রে আমার মনে কখনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয় নি।

এক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেন, হে লোকেরা! তোমরা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না। খোদার কসম! সে আল্লাহ্‌র সত্ত্বাকে অনেক বেশি ভয় করে,।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আজও আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। গত জুমুআয় আলজেরিয়ার কথা বলা হয়নি; সেখানেও আহমদীরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। কয়েকজনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তা’লা তাদের জন্য পরিস্থিতি সহজ করুন আর বন্দীদের অচিরেই মুক্তির

ব্যবস্থা হোক। সেখানে কঠিন পরিস্থিতি বিরাজমান, সেখানকার প্রশাসনকেও আল্লাহ্‌তা'লা বিবেক-বুদ্ধি দিন যেন তারা ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে আহমদীদের অধিকার প্রদান করে। একইভাবে পাকিস্তানের পরিস্থিতিও কঠোরতর হচ্ছে। আল্লাহতা'লা যদি এসব মৌলভী ও কর্মকর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান দিতে না চান কিংবা এদের যদি সুমতি না হয় বা এমনটি করতে থাকা আর আল্লাহতা'লার পাকড়াও এর শিকার হওয়াই যদি তাদের নিয়তি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহতা'লা যথাশীঘ্র তাদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং আহমদীদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করে দিন।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পাকিস্তানের মরহুম মোকররম রশিদ আহম্মদ সাহেব উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা করে দোয়া করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
11 December 2020

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org